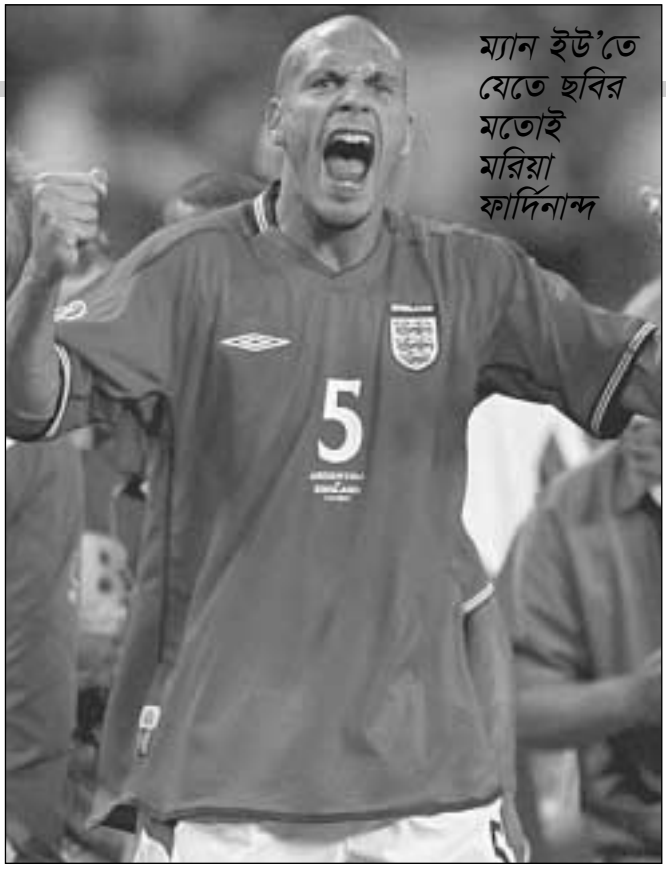

ম্যান ইউ'তে যেতে ছবির মতোই মরিয়া ফার্দিনান্দ

এই মৌসুমের ফুটবলের বাজার শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকেই। বিশ্বকাপ শুরু হবার আগেই কিছু দল তাদের দল গোছাতে আরম্ভ করে। বিশ্বকাপ চলাকালীন এবং তার পরে এই বাজার জ্বলে উঠেছে। এখন পর্যন্ত অনেক খেলোয়াড়কেই দল বদল করতে দেখা গেছে। অনেকে এখনও কথা বলছে অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে। বলা যায় বিশ্বকাপের রেশ নষ্ট হতে দেয়নি এই ট্রান্সফার মার্কেটের গুজব... লিখেছেন **মিশায়েল আহ্‌মাদ**

ফুটবলারদের বাজারদর

প্রথমে যেই ফুটবলারটির কথা বলতে হয় তিনি হলেন রিও ফার্দিনান্দ। বিশ্বকাপে মনোমুগ্ধকর শৈলী প্রদর্শন করে এই ২৩ বছরের ইংরেজ নিজেকে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই জন্য বিশ্বের বহু ক্লাবে তিনি এখন অপরিহার্য; তবে প্রথম আগ্রহ দেখায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তারা রিও'র ক্লাব লিডস্‌কে সরাসরি কিছু জানালেও, আভাস দিয়েছিলো। মূলত রিও'র নিজ ইচ্ছা কি সেটাই ম্যান ইউ'র ম্যানেজার স্যার অ্যালেক্স দেখতে চেয়েছিলেন। ঘটনার অগ্রগতিতে ম্যান ইউ জোরে সোরেই চেষ্টা শুরু করে এবং রিও লিডস্ ছাড়ার ইচ্ছা পোষণ করে। তবে লীডসের চেয়ারম্যান রিডস্‌ডেল রিও'র দল ছেড়ে যাওয়া এক কথায় নাকচ করে দেয়। তবে রিও'র ইচ্ছে, ক্লাবের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং ৩০ মিলিয়ন পাউন্ডের (৪৭.৪ মিলিয়ন ডলার) টোপ তাকে বাধ্য করেছে এই ট্রান্সফারটির সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে। যখন কোনো খেলোয়াড় নিজে দল বদল করতে ইচ্ছে পোষণ করে তখন কোনো কিছুই সেটি আটকাতে পারে না। অতীতে এই দৃশ্য বহুবার দেখা গেছে। তাই বলতে হচ্ছে রিও'র ম্যান ইউ গমন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ইটালির আলেসান্দ্রো নেস্তাকে নিয়ে 'সোপ অপেরা'টির পুরো নিষ্পত্তি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্বকাপে গুটিকয়েক ইটালিয়ানের মাঝে ল্যাৎসিও'র সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারটি তার মান বজায় রেখেছিলেন। সেই জন্যেই তাকে ঘিরে অন্যদের আগ্রহ জন্মায়। ইন্টার মিলান তাকে পাবার জন্য ৪২ মিলিয়ন ডলার প্রস্তাব করে এবং ল্যাৎসিও রাজি হয়। কিন্তু হঠাৎ করে তারা ইন্টারের ক্রিশ্চিয়ান জানেট্টিকে চায় তার বদলে। এই আবদার ইন্টার নাকচ করে এবং তাদের কোচ হেক্টর কুপার বলেন, এই দাবি কোনো ক্রমেই তিনি মানবেন না। কিন্তু ইন্টারের আর্জেন্টাইন হাভিয়ের জানেট্টি বলেন, নেস্তাকে দলে আনার জন্য ক্লাবের যা যা করণীয় এবং সম্ভব তাই করা উচিত। নেস্তা ইন্টারে অপরিহার্য। কিন্তু ল্যাৎসিও'র এই দাবি ইন্টার মেনে নেয়নি এবং সম্ভবত নেস্তার ইন্টারে যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে অন্য ক্লাবরা বসে নেই। জুভেন্টাস এবং মাদ্রিদ নেস্তাকে দলে পেতে চায়। মাদ্রিদ অবশ্য পরে বলেছে তারা কিনবে না, তবে জুভেন্টাস ল্যাৎসিও'র সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্টার জানিয়েছে, নেস্তাকে পেতে তারা ১৮ মিলিয়ন পাউন্ড এবং ভেন্টোলা অথবা তুরস্কের এমরেকে ছাড়তে

দিয়ুফ : দেখা যাবে ঐতিহ্যবাহী লিভারপুলে

ভিয়েরি এন্ড কোং : ইন্টারের স্বার্থে স্বার্থত্যাগ

প্রস্তুত। এখনও পর্যন্ত তাই বলতে হচ্ছে নেস্তার গন্তব্য কোথায় সেটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে ল্যাৎসিওতে তার থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগের প্রাচীর রবার্ট আয়ালাকে পাবার জন্য লীডস্ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা ভ্যালেন্সিয়াকে এ ব্যাপারে অবগত করেছে। যদি রিও ফার্দিনান্দ দল ছেড়ে চলে যায়, তবে আয়ালার লীডস আগমন ত্বরান্বিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত মৌসুমে বায়ার্ন মিউনিখ কোনো প্রকার শিরোপা জিততে ব্যর্থ হয়। এ জন্যই গত মৌসুম শেষ হওয়ার সঙ্গেই তারা ঘোষণা দেয় যে প্রতিদ্বন্দ্বী দল লেফারকুসেন থেকে তারা মিখায়েল বালাক, সেবাস্তিয়ান ডিস্লার ও ব্রাজিলের জে রবার্টোকে কিনছে। তাদের ট্রান্সফার ফি যথাক্রমে ১৪ মিলিয়ন, ৯ মিলিয়ন এবং ৯.৫ মিলিয়ন ইউরো। বোঝাই যাচ্ছে এই মৌসুম বায়ার্ন কাঁপাবে। অবশ্য তাদের তরুণ ওয়েন হারগ্রিভসকে লিভার পুল পেতে চায় বলে জানা গেছে তবে দুই বছরের আগে নয়।

আর্জেন্টিনার আরিয়েল ওর্তেগা বিশ্বকাপ শুরু হবার আগেই দল বদল করেছেন। এই ড্রিবলার স্বদেশের রিভার প্লেট ক্লাব ছেড়ে তুরস্কের বেসিকটাসে যোগ দিয়েছেন। তার স্বদেশী ভেরন ল্যাৎসিওতে ফিরে যাবেন বলে একটি জোর গুজব শোনা যাচ্ছে। ল্যাৎসিও জানিয়েছে তারা হারনান ক্রেসপো এবং হুয়ান সোরিনকে একসঙ্গে ছাড়তে প্রস্তুত, তার বদলে ভেরন। অবশ্য এর প্রেক্ষিতে ম্যান ইউ কিছু জানায়নি, তবে ভেরন বলেছেন ম্যান ইউতে তিনি তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পুরো প্রস্তুত।

আর্জেন্টিনার দুটি তরুণ তারকা বার্সিলোনায় যোগ দিয়েছেন। তারা হলেন 'নতুন ম্যারাডোনা' খ্যাত ২৪ বছরের হুয়ান রোমান রিকুয়েলম। এই বোকা জুনিয়রস-এর বিধ্বংসী মিডফিল্ডারকে বার্সা ১৩ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে কিনেছে। এবং আরেকজন হলেন ২১ বছরের মিডফিল্ডার আন্দ্রস ডি' আলেসান্দ্রো। কিন্তু রিকুয়েলমকে কেনার কয়েকে ঘন্টা পর বার্সা জানায় তারা তাকে উদেনিসেতে লোন করে দেবে এক বছরের জন্য, কারণ নতুন আইন অনুযায়ী একটি ক্লাবে ৪ জনের বেশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেশের ফুটবলার দলে থাকতে পারবে না। অবশ্য ডি' আলেসান্দ্রোকে নিয়ে এই সমস্যা নেই, কারণ তার ইটালির পাসপোর্ট আছে।

বার্সিলোনার রিভালদোকে আবার পেতে চায় কয়েকটি ক্লাব। প্রথমে শোনা গিয়েছিলো নিউক্যাসেল তাকে পেতে চায়। কিন্তু রিভালদো ইংলিশ লীগে যেতে ইচ্ছুক নয়।

বার্সিলোনায় কি রিভালদোর থাকা হবে

তাই সেই কথা আর এগোয়নি। তবে কোচ ভ্যান গলের সঙ্গে তার সম্পর্ক আগে ভালো ছিল না তাই ধারনা করা হচ্ছে রিভাদোকে র্বাসা রাখতে আগ্রহী নয়। তবে ল্যাৎসি বার্সার কাছে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব পাঠায়। অনুজ্জ্বল ও পড়তি ফর্মের মেনডিয়েটাকে তারা বার্সায় ছেড়ে দিতে চায় রিভালদোর বদলে। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বার্সা কোনো কথাই বলেনি। তবে মেনডিয়েটাকে নিয়ে ল্যাৎসিও সমস্যাতে আছে। গত মৌসুম প্রায় পুরো বেঞ্চেই তিনি ছিলেন, এবং চেলসির সঙ্গে ল্যাৎসিও'র মেনডিয়েটাকে নিয়ে কথা চলছিলো, অবশ্য সেটির কোনো অগ্রগতি এখনো হয়নি। এখন তারা ধারে মেনডিয়েটাকে র্বাসার কাছে দিয়েছে এক বছরের জন্য। এদিকে চেলসি তাদের অতি প্রিয় জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইংককে বার্সার কাছে বিক্রি করতে প্রস্তুত। শোনা গেছে এই প্রতিভাবান ডাচকে তারা ২০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে ছাড়ছে।

আর্জেন্টিনার ২৮ বছরের রক্ষণভাগের ম্যাটিয়াস আলমেয়েদা পার্মা ছেড়ে ইন্টারে যোগ দিয়েছেন তিন বছরের জন্য। ইটালির স্যাম ডেলাবোনা এসি মিলানে যোগ দিয়েছেন চেলসি ছেড়ে। এই ২১ বছরের তরুণ মিডফিল্ডার ৫ বছরের কন্ট্রাক্ট সই করেছেন। এসি মিলান তার রুমানিয়ার স্ট্রাইকার হাভি মারনোকে ১২ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে অ্যাথলেটিকে মাদ্রিদে বিক্রি করেছে। ব্রাজিলের স্ট্রাইকার মারিও জারডেল ভ্যালেন্সিয়াতে এসেছে ১৩.৬ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে স্পোর্টিং লিসবন ক্লাব ছেড়ে। ব্রাজিলের এডিলসন তার পুরনো ক্লাব জাপানের কাসিওয়া রেয়সল ক্লাবে গেছেন। এই ৩১ বছরের স্ট্রাইকার একই ক্লাবে ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে খেলেছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রথম বিভাগের দল বার্মিংহাম সিটি সেনেগালের অধিনায়ক আলিও সিজে এবং পোল্যান্ডের ওলি সাদেবকে দলে ভিড়িয়েছে। ইটালির তরুণ প্রতিভা মাসিমো ম্যাকারোনিকে দলে নিয়েছে মিডেলস ব্রোহ। এই ২২ বছরের স্ট্রাইকারের মূল্য ৮.১৫ মিলিয়ন পাউন্ড। উল্লেখ্য, তিনি তার 'সিরি বি' ক্লাব এমপলির হয়ে ৬৮ ম্যাচে ২৪ গোল করেছেন, এই ইটালির জাতীয় দলের জার্সি তার গায়ে একবার উঠেছে। ফ্রান্সের স্ট্রাইকার নিকোলাস আনেলকাকে তার ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেইন ২০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে ম্যানচেস্টার সিনিতে বেচে দিয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি লিভারপুলে লোনে ছিলেন এবং সেই ক্লাব তাকে ধরে রাখতে অপারগতা প্রকাশ করে। এসি মিলানে দীর্ঘদিন খেলা অ্যালবার্তিনি যাচ্ছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদে। এই ৩১ বছরের মিডফিল্ডারের স্বপ্ন ছিলো তার প্রিয় ক্লাব মিলানে কেরিয়ার শেষ করা, কিন্তু সেই ক্লাব তাকে লোন করে দেওয়ায় সেই স্বপ্ন এখন ধ্বংস হয়ে গেলো অ্যালবার্তি। ইটালির দিনো ব্যাজিও ল্যাৎসিও ছেড়ে যোগ দিয়েছেন চেলসিতে। এবং কিংবদন্তি রবার্তো ব্যাজিওকে পেতে ব্রেসিয়ার দ্বারস্থ হয় জুভে, মিলান, রোমা, ইন্টারের মতো বাঘা বাঘা ক্লাব। তবে এই ৩৬ বছর বয়স্ক

জাপানের তারকা ইনামোতো ইংলিশ লীগে

জানান তিনি বেসিয়াতেই থাকবেন এবং সিরি এতে ২০০ গোলের মাইল ফলক ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছেন। উল্লেখ্য, সিরি এ'তে তার গোল সংখ্যা ১৮১ এবং এর আগে মাত্র তিন জন ইটালির লীগ ইতিহাসে এই সংখ্যা অতিক্রম করেছে। স্পেনের মরিয়েন্তেস মাদ্রিদ ছেড়ে রোমায় যাবে বলে একটি জোর গুজব উঠেছিলো, কিন্তু 'এল মোরো' বিশ্বকাপে তিন গোল করায় মাদ্রিদ তাদের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটায়। ব্রাজিলের কাফুকে নিয়ে শোনা যাচ্ছিলো তিনি ইংলিশ লীগে যেতে পারেন, কিন্তু রোমা এই কথা নাকচ করে। রোমা লুইগিসর্টোর এবং গ্রিক ইরিয়ানো ডেলাস নামের দুই তরুণকে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তুরস্কের বিশ্বকাঁপানো গোলরক্ষক রুস্তু রেকবার এবং ম্যান ইউকে ঘিরে গুজব রটেছিলো। তবে এই তুর্কি জানান তিনি এই মৌসুম দল ত্যাগ করছেন না। তাকে পরে এভারটনও চায় বলে পত্রিকায় জানা যায়। হয় তো বা তাকে আমরা আগামী মৌসুম কোনো বড় ক্লাবে দেখবো। ব্রাজিলের জুনিনহোকে নিয়ে মিডলস ব্রোহর সঙ্গে বিস্তর নাটক হয়ে গেল। তিনি এই ক্লাবে '৯৫ এবং '৯৯ সালে খেলে গেছেন। কিন্তু এবার ক্লাবের সঙ্গে তার আর্থিক বিষয়ে দ্বিমত চলছে। তিনি ব্রাজিলেই থাকতে পারেন অথবা আবার পুরনো ক্লাবে দেখা যেতে পারে। জাপানের ইনামতোকে আর্সেনাল ছেড়ে দিয়েছে। তিনি যাচ্ছেন ফুলহ্যামে। স্বদেশী শিনিজিওনো যাচ্ছেন হল্যান্ডের ফের্য়েনুড ক্লাবে। ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব লিভারপুল সেনেগালের এল হাজি দিয়ুফ্ এবং সালিফ দিয়াওকে দলে এনেছে। এছাড়া তারা বায়ার্ন মিউনিখ ক্লাব থেকে ২১ বছরের ফরাসি আলোউ দিয়ারা এবং আরেক ফরাসি ব্রুনো শেরুকে কিনেছেন। তাদের মার্কাস বাবেল প্রায় এক বছর পর সুস্থ হয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। এবং গত মৌসুমে চমৎকার খেলা জন আর্নি রিসার সঙ্গে ২০০৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছে। তারা লীডস থেকে তারকা লী বোয়ইয়ারকে দলে আনছেনা তবে ব্ল্যাকবার্ন রোর্ভাসের ডেমিয়ান ডাফ্কে দলে আনতে পারেন। ম্যানেজার ডেরার্ড হুইলিয়র বলেছেন তিনি টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। যে দলে ওয়েন, জেরার্ড, দিয়ুফ, রিসা, মিলান ব্যারোসের মতো তরুণ প্রতিভাধর তারকা রয়েছে তাদের রোখা এই মৌসুমে খুবই কঠিন হবে।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের রো-রো জুটিকে নিয়ে অনেক গুজব শোনা যাচ্ছিলো। তবে ৭৮ মিলিয়ন ডলার দামে নির্ধারিত 'গোল্ডেন বুট' জয়ী রোনাল্ডো ইংলিশ লীগ বা প্রিমেরা লীগাতে যাচ্ছেন না। বলেছেন ইন্টার ছাড়া যদি অন্য ক্লাবে খেলতে হয় তবে তিনি স্বদেশী

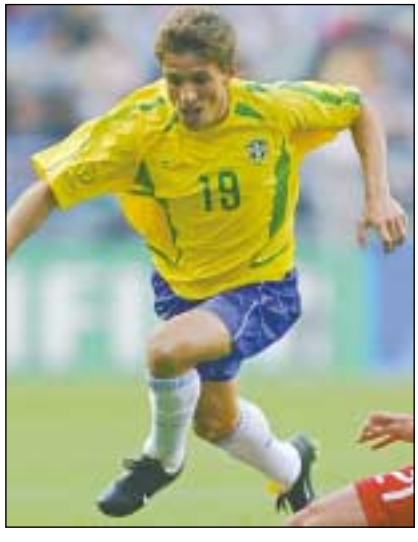

ব্যালাক চলে গেলেন ব্রায়ান মিউনিখে। তবে লেফার কুসেনে থেকে গেলেন ন্যুভিল

মিডলস ব্রো-তে জুনিনহো নাটকের অবসান কবে

ফ্ল্যামেঙ্গো ক্লাবকে বেছে নেবেন। আর রোনালদিনহো বলেছেন তিনি তার চুক্তি অনুসারে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইতে থাকবেন আগামী ৪ বছর। অবশ্য সময়ই বলে দেবে তিনি এবং তার ক্লাব কতদিন বড় অঙ্কের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে।

এই মৌসুমে আমরা এখনও কোনো বড় ট্রান্সফার অঙ্ক দেখিনি বা শুনিনি। অন্য মৌসুমের তুলনায় এই মৌসুম অনেক শান্ত। মাদ্রিদের মতো ক্লাব এখনো কোনো বিশাল অঙ্কের দাম কারো জন্যে কষে নাই বা অন্য অনেক বড় ক্লাবই তুলনামূলক কম দামে খেলোয়াড় কিনছে। কারণ বিশ্ব বাজারের অবস্থা ভালো নয়। বড়-ছোট ক্লাবগুলো দেনার দায়ে জর্জরিত। এককালের বড় ক্লাব ফিওরেন্টিনা দেনা শোধ করতে গিয়ে সব তারকা বেচে এখন 'সিরি বি' পড়ে আছে। রোনাল্ডো-রেকোবা-ভিয়েরি-আলমেয়েদা তাদের ইন্টারের দুর্দিনে এগিয়ে এসেছেন, এবং বেতন কম নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পেশাদারিত্বের এই যুগে এইরকম মহানুভবতা অবিস্মরণীয়। অবশ্য ইন্টার রোনাল্ডো ভিয়েরি জন্য অনেক ত্যাগ করেছে। এবং এরকম অবস্থা আরো অনেক ক্লাবেরই। ট্রান্সফার মার্কেট এখন এমন স্থানে যেখানে এখনই রশি না টানলে গভীর বিপর্যয় নেমে আসবে। কারণ টিভি রাইটস থেকে ক্লাবগুলো আগের থেকে কম টাকা পাচ্ছে। কারণ দর্শকরা এর থেকে আর বেশি ফুটবল গিলছে না। তাই কয়েক মৌসুম হয়তো ইউরোপীয় ফুটবল শান্ত থাকবে তুলনামূলকভাবে।

পাঠকরা অনেকেই হয়তো ট্রান্সফার ফি বা খেলোয়াড়দের বেতন, মার্চেনডাইসিং সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন। তাই এই সুযোগে আপনাদের এই বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা দেবার চেষ্টা করবো। ট্রান্সফার ফি হলো একটি ফুটবলারকে একটি ক্লাব থেকে অন্য ক্লাবে নেয়ার দাম। তাদের ফর্ম, অভিজ্ঞতা, শৈলী সব কিছু বিবেচনা করে এই ফি ঠিক করা হয়। মোট কথা এটি একটি ফুটবলারের কেনার দাম। যেই ক্লাব কিনবে তাদের এই টাকা পরিশোধ করতে হবে। এবং এই ট্রান্সফার ফি থেকে সেই বিক্রীত ফুটবলার একটি অংশ পাবেন। সেটি ১০% -১৫% হতে পারে। তবে ফুটবলাররা একটি মৌসুম অনুযায়ী বেতন পান। সেটি একেকজনের জন্য একেক রকম। ৪ মিলিয়ন থেকে ৬ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বেতন হয় একজন বিশ্বমাপের খেলোয়াড়ের। আর স্পন্সর, টিভি রাইটস্, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইত্যাদি হলো মার্চেনডাইসিং, যেখান থেকে প্রতিটি ফুটবল বিশাল অঙ্ক আয় করেন। এই অঙ্ক বাৎসরিক বেতনসহ প্রায় ১২ মিলিয়ন বা তার বেশি পর্যন্ত হয়। এভাবেই ফুটবলের অর্থনীতি হিসাব করা হয়।

আশা করা যাচ্ছে ট্রান্সফার মার্কেটের এই রমরমা অবস্থা এই মাস দেড়েক পরে শুরু হওয়া লীগগুলোতে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে।